দৈনিক
ইত্তেফাক

03 SEP 2016
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিংয়ের ফাঁদ

ফাতিন ইসরাক

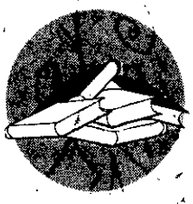

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় আমাদের শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৬.৮ ভাগ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর হার ৭০%-এ উঠে এসেছে। শিক্ষার হারের সঙ্গে যে আমাদের অর্থনীতিও এগিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সূচনা লগ্নে মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ হয়েছিল। কিন্তু আজ সেই বাজেট ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই উন্নতির পেছনে শিক্ষার অবদান আছে। শিক্ষা মানুষের জীবনকে উন্নত করে, সুখী-সমৃদ্ধ করে। মূর্খতা ও কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে শিক্ষাই আমাদের বাঁচানোর প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আমরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বেশ শঙ্কিত। কেননা আমাদের দেশে এখন স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় নাকি কোচিংয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা কেউ দেখে না। একজন শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন হতে পারে। সেই শিক্ষক তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন মাত্র, শিক্ষার্থীকে নিজের মেধা খাটিয়ে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে কোচিং আর প্রাইভেটের ফাঁদে পড়ে শিক্ষার্থীরা বিচলিত। কোচিংয়ে কিংবা প্রাইভেটে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নোট দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীরা সে বিষয়টি না বুঝেই শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়। এতে তারা হয় পাস, সকলের কাছে তারা হয় ধন্য, সেইসব কোচিং সেন্টার কিংবা শিক্ষকের বিদ্যা গেলানোর সুনাম আরো বৃদ্ধি পায়। এতে লাভবান হয় কোচিং সেন্টারগুলো, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতির ভবিষ্যৎ মেধা। এই নোট শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা নষ্ট করে। প্রচলিত কোচিং সেন্টারগুলো জাতির জন্য বিপজ্জনক। অনেকের দাবি, স্কুলে ঠিকমতো পড়ানো হয় না। এতে যাদের কোচিংয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই তারা কিছুই শিখতে পারে না। মূলত এর পেছনেও ঐ শিক্ষক আর কোচিং সেন্টারই দায়ী। কীভাবে ছাত্রদের কোচিং করতে উৎসাহিত কিংবা চাপ প্রদান করা হয় তা আমাদের অজানা নয়। আমি বিশ্বাস করি, রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই শিক্ষার এই দুর্দশা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

রংপুর জেলা স্কুল